সংবাদ

022

তারিখ ... 14.8.85 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... 5 ...

ছাত্রদের নিয়ে কথা

অনুপম তেওয়ারী

বেদনাদায়ক হলেও একথা সত্য যে ছাত্রের নাম শুনলেই আজকাল মানুষ আঁতকে না উঠলেও একটা বীতশ্রদ্ধভাব প্রকাশ করে। সেদিন রিক্সার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। একটা খালি রিক্সা এলে দু'টি ছেলে এগিয়ে গিয়ে কোন একটা হলে যাওয়ার কথা বলল। রিক্সাওয়ালা যেতে রাজী হল না। আমি বলাতে সে আমায় নিয়ে আমার গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হল। সে বলতে লাগল, "হলের নামে সালাম বাবা।" আমি কোন জবাব দিলাম না। কিন্তু কথাটা মনে খোঁচা দিল। হয়ত একদিন কোন ছাত্র বা ছাত্রনামধারী কেউ তাকে ঠিকমত পয়সা দেয়নি বা কোন দুর্ব্যবহার করেছে, আর তাই সকল ছাত্রের প্রতিই তার মনে বিরাগ জন্মেছে; কিন্তু কোন অছাত্র কি কখনো এমন করে না?

শিক্ষিত লোকেরা যাঁরা নিজেরা ... দিন ছাত্র ছিলেন এবং এখন ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক হয়েছেন তাঁদেরও শুনি নির্দ্বিধায় ছাত্রদের সম্পর্কে একতরফা নিন্দা করতে। অবশ্য আমাদের স্বভাবটাই এমন যে একজন যদি কাউকে খারাপ বলে তখন উপস্থিত প্রত্যেকেই কিছু না কিছু মন্তব্য করে খারাপ যে আরও কতবেশী খারাপ তাই প্রমাণের জন্য উঠেপড়ে লেগে যাই। প্রশংসার বেলায়ও তাই। কিন্তু এমনি হালকা মন্তব্য করেই দায়িত্ব পালন করা হলো না ভেবে যদি আমরা একটু স্থিরধীরভাবে চিন্তা করি তা হলে সবার জন্যই ভাল হবে। ছাত্ররাই যেহেতু দেশের ভবিষ্যৎ, তাই তাদের ভাল-মন্দ নিয়ে অবশ্যই ভাবনা-চিন্তা করা প্রয়োজন। সমাজের সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এ সমস্যাটি গভীরভাবে পর্যালোচনা করা দরকার। আজকের ছাত্রদের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ আনা যায় যে, তারা আগেকার মত শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করে না। এটা নিঃসন্দেহে গুরুতর অভিযোগ। ছাত্রদের নিকট শিক্ষকের স্থান সর্বোচ্চে হওয়া উচিত। বয়স্ক ব্যক্তিরা নিজেদের সময়কার ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক আজকের সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করে অন্তরে দুঃখ অনুভব করেন। অবশ্য শিক্ষক ছাত্রকে শাসন করায় অভিভাবক শিক্ষককে নাজেহাল করেছে এমন ঘটনাও আজকাল শোনা যায়। অবশ্য শাসনের ধরনও এখন বদলেছে। এক্ষেত্রে যুগের পরিবর্তনটাও মনে রাখা দরকার। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও আজকাল আগের চেয়ে অনেক খোলামেলা হয়েছে। আগে প্রত্যেক পরিবারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবার-প্রধান ছিলেন একজন ক্ষুদে ডিকটেটর। আজকাল বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজে স্ত্রীলোকদের মতামতেরও যথেষ্ট মূল্য দেয়া হচ্ছে। তাই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কেও স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তন এসেছে। অপ্রীতিকর হলেও একটি কথা না বলে পারছি না যে, আগেকার মত শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের সংখ্যাও এখন কম। শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা বরং আগেই খারাপ ছিল। ভাল শিক্ষকদের ছাত্ররা এখনো শ্রদ্ধা করে। ব্যতিক্রম যা আছে তা ব্যতিক্রমই।

ছাত্র-যুবকরা অধিকাংশই প্রতিবাদী, যা আমাদের কাছে অনেক সময় বেয়াদবি বলে মনে হয়। অন্যায়-অনিয়মকে তারা মেনে নিতে চায় না। তারা নির্দিষ্ট ভাড়ার চেয়ে বেশী রিক্সাভাড়া দিতে চায় না, দোকানে নির্দিষ্ট মূল্যের চেয়ে বেশী চাইলে তারা তর্ক করে। রাস্তায় কেউ কাউকে জুলুম করছে দেখলে তারা রুখে দাঁড়ায়। আমরা যারা তথাকথিত নিরীহ ব্যক্তি তারা কোথায় কোন হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ি এই ভয়ে দূরে দূরে থাকি। নিরীহতার আড়ালে কাপুরুষের মত অন্যায় হজম করি, চোখের সামনে অন্যায় হতে দেখলে চোখ বুঁজে থাকি। ছাত্ররা এতখানি সংসার-বুদ্ধি-সম্পন্ন নয় বলে লাভ-লোকসানের বিচার না করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে।

এন,এস,এফ করে ছাত্রদের মধ্যে মারামারির সূচনা করেছিল কারা? যারা প্রকাশ্যে "ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ" বলে উপদেশ বিলাত তারাই নয় কি? সেই ধারাই তো চলছে। বিভিন্ন টোপ দিয়ে কতিপয়ের ছাত্রদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়াররূপে ব্যবহার করে যাঁরা, তাঁরা কি অতীতের ছাত্র আর আজকের বিষয়ী ব্যক্তিরা নন? সুতরাং আসল দায়ী হলো পর্দার আড়ালের সেই সব মুরুব্বিগণ, যাদের প্রকাশ্যে একরূপ আর গোপনে অন্যরূপ। তাদের না বলে, তাদের নিন্দা না করে শুধু ছাত্রদের বলে লাভ কি?

বাসের ভাড়া নিয়ে যখন কোন ছাত্রকে (ছাত্র পরিচয়দানকারী অছাত্রও এদের মধ্যে থাকা অসম্ভব নয়) ঝগড়া করতে দেখি তখন সত্যিই খারাপ লাগে। কিন্তু দু' একজনের কুকর্মের দায় তো সবার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া যায় না। ভুয়া সার্টিফিকেট বা মার্কশীট পাওয়ার পিছনে এগুলো সরবরাহের জন্য যারা দায়ী, তাদের অপরাধ কি কম? অভিভাবকগণও আজকাল অধিকাংশই ছেলেমেয়ের পাস করা আর ডিভিশন পাওয়াটাই চান না? ছেলেমেয়ের প্রকৃত জ্ঞানলাভের প্রতি কি তাদের আন্তরিক কোন উৎসাহ আছে? তাই সন্তানের নকল করাটাকেও তারা উৎসাহ না দিলেও প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। সুতরাং সকল অপকর্মের দায়ভাগী শুধু ছাত্ররা হবে কেন? একজন ছাত্রের আচরণ ভাল-মন্দ হওয়ার জন্য তার অভিভাবকের দায়িত্বও কম নয়। ছেলে যদি দেখে যে তার অভিভাবক ঘুষ খায় বা জাল-জুয়াচুরি, চোরাকারবারি করে তবে ছেলের ওপর তার প্রভাব না পড়াটাই অস্বাভাবিক। শুধুমাত্র স্বীয় বাহাদুরি জাহির করার জন্যই যদি ছেলেমেয়েদের ছোট থেকেই অপ্রয়োজনীয় বিলাসের মধ্যে রাখা হয়, তবে তার মন-মানসিকতাও সেভাবেই গড়ে উঠবে; বিলাসিতাই হয়ে উঠবে তার অপরিহার্য প্রয়োজন। ছেলে যদি দেখে যে পিতা ন্যায়-অন্যায় নির্বিশেষে কোণাকোণি পথে অর্থশালী হওয়ার ধান্দায় সদালিপ্ত তবে সে-ই বা কেন চাইবে না লেখাপড়া না করেই নকলের সাহায্যে সার্টিফিকেট পাবার ব্যবস্থা করতে? তাছাড়া এটাও তারা জেনে গেছে যে, চাকরি-বাকরি হয় খোঁটার জোরে; জ্ঞানের জোরে নয়। প্রথম প্রথম খারাপ পথে যাওয়ার সময়ই যদি উপযুক্তভাবে বাধা দেয়া হয়; তাকে বুঝানো হয়, পিতামাতার অপছন্দের কথা তাকে জানানো হয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিবৃত্ত করা সম্ভব হবে। কিন্তু পত্রিকায় নাম উঠা বা পুলিশের হাতে না পড়া পর্যন্ত ছেলের খোঁজ যে অভিভাবক রাখে না, তার দায়টা কি কম?

তাই সমাজের সামগ্রিক পরিস্থিতির আলোকেই সবকিছুর বিচার করতে হবে। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যায় তবে ছাত্ররাও তা দেখার ও শেখার সুযোগ পাবে না। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত স্থাপনই উত্তম ব্যবস্থা; আর দৃষ্টান্ত স্থাপনের দায়িত্বটা বড়দেরই। সুতরাং নিন্দা করেই দায়িত্ব পালন করা হলো এটা না ভেবে সবারই উচিত সৎপথে উপার্জিত অর্থ দিয়ে সন্তানদের প্রতিপালন করা; নিজেরা অন্যায় করা থেকে বিরত থেকে সন্তানদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। নিন্দা করে নয়, আদর দিয়ে, সোহাগ দিয়ে তাদের মনে উচ্চ ভাবধারা সৃষ্টি করা; ছাত্রজীবনশেষে তাদের জীবিকার নিশ্চিত ব্যবস্থা করা। তবেই শেষ ঠিক হবে। ব্যতিক্রম সবকালেই ছিল, সবকালেই থাকবে।